The Resource Centre

Bartaman

Date: 10/01/2017 Page No: 15 Location: Main Circulation: 414058

Edition: Kolkata

Seen in advertisement

টলিউডের ফার্স্ট কাপলকে দেখা যাবে ইমামি 'হেলদি অ্যান্ড টেস্টি' সয়াবিন অয়েলের এই বিজ্ঞাপনে। প্রসেনজিতের সঙ্গেই বিজ্ঞাপনে রয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। পার্পল মুভি টাউনে তিন দিন ধরে এই বিজ্ঞাপনের শ্যুট চলছিল। শুধু তাই নয়, প্রসেনজিতের জন্য রয়েছে এগারোটা কস্টিউম চেঞ্জ!

ছবি: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

দেখা হল বিজ্ঞাপনে!

সকাল সকাল ফ্লোরে উপস্থিত প্রসেনজিৎ। মনিটরে চোখ রেখেছেন পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি। ক্যামেরায় অভীক মুখোপাধ্যায়।

দৃশ্য-১: স্টাডি রুমে হাঁটতে হাঁটতে চিত্রনাট্য পড়ছেন প্রসেনজিৎ। কিছুতেই যেন খুশি হতে পারছেন না। চাপা রাগ ফুটে বেরচ্ছে। পিছনে লাল দেওয়ালে তাঁরই সাদাকালো পোর্ট্রেট। এগিয়ে এসে জানলায় দু'হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। কাট।

দৃশ্য-২: ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলেন প্রসেনজিৎ। গাঢ় নীল রঙের শার্ট এবং ডেনিম। মোবাইলে একের পর এক ফোন। বারবার কেটে দিচ্ছেন। আলোছায়ার খেলায় রহস্যাবৃত মুখ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। সাইড অ্যাঙ্গেল ছাড়াও কিছু টিল্ট শট নিলেন অনিরুদ্ধ। অবশেষে তিনি খুশি।

দৃশ্য-৩: অন্ধকার ফাঁকা ফ্লোর। টপ লাইটের সামনে বড় বড় আয়না রাখা হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ইনস্ট্রুমেন্টাল ট্র্যাক শুরু হল। এবারে তিনি পড়েছেন কালো ট্র্যাকস্যুট এবং ছাই রঙা টি-শার্ট। কোরিওগ্রাফারের(সায়নী) সঙ্গে নাচের তালে পা মেলালেন প্রসেনজিৎ। ওয়াইড এবং ক্লোজআপ শটের জন্য পরিচালক কয়েকবার টেক করলেও প্রসেনজিৎ সাবলীল।

তিনটে দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে নতুন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্য মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেই ভুল করবেন। এটা বিজ্ঞাপন! আসলে একেবারে সিনেমার ধাঁচেই এই বিজ্ঞাপনের শ্যুট করা হয়েছে, যেখানে রিল এবং রিয়াল লাইফের প্রসেনজিৎ এক। একজন সুপারস্টারের দীর্ঘ কেরিয়ারে সাফল্যের রহস্যটা কি? উত্তরটা স্বাস্থ্য। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার চাই-ই চাই। এই ভালো খাবারেরই রহস্য সংস্থার তেল। সহজেই অনুমেয় বিজ্ঞাপনের মেসেজ।

তাঁরা আগেও একসঙ্গে বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন। বেশ কিছুদিন পর এবার টলিউডের ফার্স্ট কাপলকে দেখা যাবে ইমামি 'হেলদি অ্যান্ড টেস্টি' সয়াবিন অয়েলের এই বিজ্ঞাপনে। প্রসেনজিতের সঙ্গেই বিজ্ঞাপনে রয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। সাধারণত টিভিসি'র শ্যুট শেষ হয় একদিনে। সেখানে পার্পল মুভি টাউনে তিন দিন ধরে এই বিজ্ঞাপনের শ্যুট চলছিল। শুধু তাই নয়, প্রসেনজিতের জন্য রয়েছে এগারোটা কস্টিউম চেঞ্জ! এহেন আয়োজন যে

কোনও শর্ট ফিল্মকেও হার মানাবে তা বলাই বাহুল্য। শটের ফাঁকে কথা হচ্ছিল অনিরুদ্ধর সঙ্গে। তাঁর কথায় 'এই বিজ্ঞাপনে একজন সুপারস্টারের সম্পূর্ণ কেরিয়ারটা ধরার চেষ্টা করেছি যেখানে তাঁর সাফল্য থেকে ব্যর্থতা সবটাই পাওয়া যাবে। বাংলায় বিজ্ঞাপনে এখনও এই ধরনের কাজ হয়নি'। প্রসেনজিতের ফিটনেস প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে অনিরুদ্ধর ঠাট্টা 'আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন। বুম্বাদার ফিটনেস সম্পর্কে আমার অন্তত মন্তব্য করা সাজে না'। কিন্তু কেন প্রসেনজিৎ? 'এই মুহূর্তে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে সফল অথচ লম্বা কেরিয়ার বোঝাতে বুম্বাদাই একমাত্র অপশন। সঙ্গে আমরা অর্পিতাকে পেয়েছি বলে ওদের ব্যক্তিগত কেমিস্ট্রিকেও ব্যবহার করতে পারছি' অকপট অনিরুদ্ধ। ইতিমধ্যে পরবর্তী শট রেডি। মেকআপ ভ্যান থেকে ফ্লোরের দিকে যেতে যেতে প্রসেনজিৎ বললেন 'এই বিজ্ঞাপনে আমি প্রসেনজিৎ। ফলে অ্যাকশন, নাচ, অভিনয়, প্রিমিয়ার, ছবি মুক্তির টেনশন সবকিছুই রয়েছে। সেখানে অর্পিতা থাকায় বিজ্ঞাপনটা দর্শকদের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে'। সংস্থার তরফে ছেলে তৃষানজিৎকে নিয়ে শ্যুটিং এর অনুরোধ এলেও তা নাকচ করে দিয়েছেন অর্পিতা। প্রসেনজিৎ ও অর্পিতার একসঙ্গে কাজ বহুদিন পর। টিনসেল টাউনের প্রশ্ন ওদের দাম্পত্যে ফাটল ধরেছে কি? এই শ্যুটিংয়ে দু'জনেই ছিলেন। এতে হয়তো নিন্দুকরা কিছু উত্তর পেতেও পারেন। যাই হোক 'অপরাজিতা তুমি'র পর আবার অনিরুদ্ধর সঙ্গে কাজ করলেন নায়ক। প্যাকআপের আগে বললেন 'ভাবতে ভালো লাগে 'পিংক' এর মতো ছবি করার পরেও টোনি বদলায়নি একটুও। এই গুণটাই ওকে এগিয়ে নিয়ে যাবে'।

অভিনন্দন দত্ত

Copyright of the article is with the publication